গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ)
আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০।

আদেশ নং- ১৫/মূসক/১৪ তারিখঃ ১৬/০৭/১৫ জারির তারিখ ঃ১৬/০৭/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

ঃ মূল আদেশনামা ঃ

১। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে তা আদেশ জারির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে **প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট** আপিলাত **ট্রাইব্যুনাল,** ঢাকার বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৩। আপিল আবেদনের উপর ২০০/- (দুইশত) টাকা মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সংগে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করতে হবে ঃ

(ক) ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি আইনের ১ নং তফসিলের ৬ নং দফা অনুযায়ী ৪.০০ (চার) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প মূল আদেশের উপর সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) আপিল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আপিল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪২(২)(খ) এবং Customs Act 1969 এর Section 196A এর প্রতি আপিলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশে আরোপিত জরিমানা/ডিউটি ও অন্যান্য করাদি আইনের বিধানমতে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৫। লিখিত আপিল ছাড়াও আপিলকারী নিজে অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানি দিতে চাইলে তাও লিখিত আপিল আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬। ক. অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ মেসার্স ক্যাটস আই লিঃ, ৫৪, নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।
খ. অপরাধের ধরণ ঃ যথাসময় মূসক পরিশোধ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
গ. ফাঁকি প্রদত্ত মূসক এর পরিমাণ ঃ ১,৪১,৭১৮/- টাকা।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এর প্রেরিত প্রতিবেদন ভিত্তিতে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকার গোয়েন্দা ও তদন্ত দল কর্তৃক দায়েরকৃত মূসক ফাঁকি মামলার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এর কর্মকর্তাবৃন্দ ০৪/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ক্যাটস আই লিঃ ৫৪ নিউ এ্যালিফেন্ট রোড, ঢাকা নামক প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত কয়েক বছরের বিক্রয় সংক্রান্ত বিবরণী এবং মূসক সংক্রান্ত রেজিস্টার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন। অতঃপর অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারাইজ সিস্টেম হতে প্রতিষ্ঠনের কর্মকর্তাগণ কিছু তথ্য যথা- সেলস স্টেটমেন্ট, প্রফিট এন্ড লস একাউন্ট, অডিট রিপোর্ট এবং মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন সরবরাহ করেন যা মূসক-৫ দিয়ে আটক করেন। উক্ত তথ্যাদি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষায় মূসক ফাঁকির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ এ সম্পর্কে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে জিজ্ঞাসা করেন। এ পর্যায়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ মূসক ফাঁকির বিষয়টি স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান দুইটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন ও ম্যানেজার (একাউন্টস) জনাব মোঃ আবু সাদ তদন্ত টিমের নিকট